XII
3rd Semester

সংস্কৃতসুধা

[উচ্চমাধ্যমিক সংস্কৃত সহায়িকা]

পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম (সাপ্লিমেন্টারি কপি)

ড. পরমেশ ভট্টাচার্য্য

বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বি.এড., পি.এইচ্ ডি.

শিক্ষক- কিসমৎ নাইকুণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত হাইস্কুল, মহিষাদল

প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক- ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

*বেদ সংকলন, মুণ্ডকোপনিষদ্, শুনঃশেপোপাখ্যান, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী সমাসপ্রকরণ, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী কারকপ্রকরণ, কাদম্বরী (শুকনাসোপদেশ), বুদ্ধচরিত (প্রথম সর্গ), কাব্যপ্রকাশ (প্রথমোল্লাস), দরিদ্রদুর্দৈবম্, অথ কিম্, ভারতবিবেকম্, ভট্টিকাব্য (প্রথম সর্গ), চরকসংহিতা (সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়), **Sanskrit and World literature, Modern Sanskrit literature of Bengal, Comunication in Sanskrit, Evolution of Bengali Script, Sanskrit translation and comprehension** প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।*

খোকন মাইতি

বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বি.এড.

রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, অশোক সিংঘল বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুরুগ্রাম, হরিয়ানা

বেদ সংকলন, মুণ্ডকোপনিষদ্, শুনঃশেপোপাখ্যান, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী সমাসপ্রকরণ, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী কারকপ্রকরণ, কাব্যপ্রকাশ (প্রথমোল্লাস), দরিদ্রদুর্দৈবম্, অথ কিম্, ভারতবিবেকম্ প্রভৃতি গ্রন্থের সহপ্রণেতা।

SBD

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

সূচিপত্র

পরিবর্তিত পাঠ্যসূচি

UNIT NO.	TOPICS	
	Part I সংস্কৃত সাহিত্য (Sankrit Literature)	
Unit-I	**গদ্য (Prose)** রাজবাহনচরিতম্ (দশকুমারচরিতম্)	৯
Unit-II	**পদ্য (Poetry/Verse)** যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)	৪৩
Unit-III	**দৃশ্যকাব্য (Drama)** দুর্বাসসঃ অভিশাপঃ (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)	১০৩
Unit-V	**পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস** ব্রহ্মগুপ্ত	১৬৭

গদ্য (Prose)

রাজবাহনচরিতম্ (দশকুমারচরিতম্)

কাব্য দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। তাই বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে বলেছেন- ‘‘দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্’’। দৃশ্য বলতে নাটক প্রভৃতিকে নির্দেশ করা হয়। তার আবার দুটি প্রধান ভেদ- রূপক এবং উপরূপক। রূপক আবার দশ প্রকার- নাটক, প্রকরণ ইত্যাদি। নাটক-ত্রোটকাদি ভেদে উপরূপক আবার আঠারো প্রকার। শ্রব্যকাব্যকে পদ্য, গদ্য এবং মিশ্র বা চম্পূ -এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। পদ্যকাব্য হল মহাকাব্য প্রভৃতি, যা শ্লোকে গ্রথিত। গদ্য বলতে বুঝায়, যে রচনা শ্লোকে নিবদ্ধ নয়। আচার্য্য দণ্ডী তাঁর ‘কাব্যাদর্শে’ গদ্যের লক্ষণ দিয়েছেন- ‘‘অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্’’ (১/২৩)। অর্থাৎ পাদবিহীন (শ্লোক চার পাদে বা চরণে গঠিত) পদবিন্যাস হল গদ্য। অগ্নিপুরাণেও ঠিক একই শব্দে গদ্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই গদ্যকাব্যের আবার অনেক অবান্তরভেদ আছে। যেমন- কথা, আখ্যায়িকা, খণ্ডকথা, পরিকথা, কথানিকা ইত্যাদি। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে-

‘‘আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।
কথানিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা’’।।

গদ্যকাব্যের বিবিধ অবান্তরভেদের মধ্যে কথা এবং আখ্যায়িকার পরস্পর ভেদ উল্লেখযোগ্য। তবে এই দুই শ্রেণীর কাব্যের স্বরূপ এবং লক্ষণ সম্পর্কে আলঙ্কারিক সম্প্রদায় একমত নন।

আচার্য্য ভামহ তাঁর ‘কাব্যালঙ্কার’ গ্রন্থে আখ্যায়িকা এবং কথার ভেদ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন- আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু হবে লোক-বিদিত ঘটনা, নায়ক নিজেই আখ্যানভাগের বক্তা হবেন, মনোরম গদ্যে তা রচিত হবে, পরিচ্ছেদবিভাগের নাম হবে উচ্ছ্বাস, বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দে ভাবী ঘটনার সূচনা থাকবে, কবিকল্পনার অবকাশ থাকবে, কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিরহ, নায়কের অভ্যুদয় ইত্যাদি বিষয়বস্তু হবে এবং রচনার ভাষা হবে সংস্কৃত। বিপরীতপক্ষে, কথাকাব্যে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে শ্লোক থাকবে না, উচ্ছ্বাসভাগ থাকবে না, সংস্কৃত এবং অপভ্রংশ উভয় ভাষায় এটি রচিত হবে এবং নায়ক গল্পের বক্তা হতে পারবেন না।

আচার্য্য দণ্ডী তাঁর ‘কাব্যাদর্শ’ গ্রন্থে কথা ও আখ্যায়িকার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

‘‘অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যমাখ্যায়িকা কথা।
****
তৎ কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা’’।—(১ম পরিচ্ছেদ, ২৩-২৭, ২৮)

অর্থাৎ লক্ষণের সার কথা হল, কথাকাব্যে পদ্যে দেবতার ও গুরুর উদ্দেশ্য নমস্কার, কবিবংশ বর্ণনা, কাব্য রচনার প্রেরণা প্রভৃতি থাকিবে। সংস্কৃতে রচিত হলে কথা লেখা হবে গদ্যে এবং ভাষান্তরে হলে হবে পদ্যে। ভাষায় অনুপ্রাসের ব্যবহার এবং উৎপাদ্য কাব্যসুলভ পুরবর্ণনা প্রভৃতির রূপায়ণ, কাহিনীর অবতারণায় কথান্তরের বিনিয়োগ এবং কন্যাসুলভ কথাকাব্যের বৈশিষ্ট্য।

XII
3rd Semester

সংস্কৃতসুধা

[উচ্চমাধ্যমিক সংস্কৃত সহায়িকা]

ড. পরমেশ ভট্টাচার্য্য

বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বি.এড., পি.এইচ্ ডি.
শিক্ষক- কিসমৎ নাইকুণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত হাইস্কুল, মহিষাদল
প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক- ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
*বেদ সংকলন, মুণ্ডকোপনিষদ্, শুনঃশেপোপাখ্যান, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী সমাসপ্রকরণ, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী কারকপ্রকরণ, কাদম্বরী (শুকনাসোপদেশ), বুদ্ধচরিত (প্রথম সর্গ), কাব্যপ্রকাশ (প্রথমোল্লাস), দরিদ্রদুর্দৈবম্, অথ কিম্, ভারতবিবেকম্, ভট্টিকাব্য (প্রথম সর্গ), চরকসংহিতা (সূত্রস্থান, প্রথম অধ্যায়), **Sanskrit and World literature, Modern Sanskrit literature of Bengal, Comunication in Sanskrit, Evolution of Bengali Script, Sanskrit translation and comprehension** প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।*

খোকন মাইতি

বি.এ. (অনার্স), এম.এ., বি.এড.
রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, অশোক সিংঘল বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুরুগ্রাম, হরিয়ানা
বেদ সংকলন, মুণ্ডকোপনিষদ্, শুনঃশেপোপাখ্যান, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী সমাসপ্রকরণ, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী কারকপ্রকরণ, কাব্যপ্রকাশ (প্রথমোল্লাস), দরিদ্রদুর্দৈবম্, অথ কিম্, ভারতবিবেকম্ প্রভৃতি গ্রন্থের সহপ্রণেতা।

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

SYLLABUS

SANSKRIT —XII (3rd Semester)

FULL MARKS — 40 **QUESTION TYPE —MCQ**

SANSKRIT LITERATURE–15

- Prose – 05 (1×5)
- Poetry – 05 (1×5)
- Drama – 05 (1×5)

GRAMMAR –15

- Suffix – 05 (1×5)
  (Taddhita- an, matup, tarap, iyasun, tamap, isthan)
  (Suffix for namadhatu- kamyac, kyac, kyan)
- Case–endings–05 (1×5)
  (kartr, karma, karana)
- Compounds–05 (1×5)
  (avyayibhava, tatpurusa)

HISTORY OF PURANIC & CLASSICAL SANSKRIT LITERATURE– 10

- Brief Introduction of Puranas. – 03 (1×3)
- Brief Introduction to the literary works of Bhasa, Kalidasa and Bhavabhuti– 03 (1×3)
- Brief Introduction to Aryabhatta and Varahamihira and their works – 03 (1×3)

TOPICS

Part I → সংস্কৃত সাহিত্য (*Sanskrit Literature*)

Unit-I → **গদ্য (Prose) :**

শ্রীমতী (অবদানশতক)

Unit-II → **পদ্য (Poetry/Verse) :**

অভ্যাসবশগং মনঃ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

Unit-III **দৃশ্যকাব্য (Drama) :**

বীরঃ সর্বদমনঃ (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

TOPICS

Part II — *সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (Sanskrit Grammar & History of Sanskrit Literature)*

Unit-IV

ব্যাকরণ (Grammar):

১. প্রত্যয়

তদ্ধিত- অণ্, মতুপ্, তরপ্, ঈয়সূন্, তমপ্, ইষ্ঠন্

নামধাতু- কাম্যচ্, ক্যচ্, ক্যঙ্

২. কারক ও বিভক্তি

কর্তৃ, কর্ম, করণ

৩. সমাস

অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ

Unit-V

পুরাণ ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

১. পুরাণ (সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

২. ভাস, কালিদাস ও ভবভূতির পরিচয় এবং সাহিত্যকৃতি

৩. আর্যভট্ট ও বরাহমিহির

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠাঙ্ক
✠ সংস্কৃত সাহিত্য	**১৩-১২২**
● গদ্য (শ্রীমতী)	১৩
● পদ্য (অভ্যাসবশগং মনঃ)	৪৫
● নাটক (বীরঃ সর্বদমনঃ)	৯১
✠ ব্যাকরণ	**১২৩-২০০**
● প্রত্যয়	১২৫
তদ্ধিত- (অণ্, মতুপ্, তরপ্, ঈয়সূন্, তমপ্, ইষ্ঠন্)	১২৬
নামধাতু- (কাম্যচ্, ক্যচ্, ক্যঙ্)	১৪৩
● কারক ও বিভক্তি	১৪৮
কর্তৃ, কর্ম, করণ	১৫৯
● সমাস	১৭৯
অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ	১৮৩-২০০

✠ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ২০১-২৫২

● পুরাণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২০৩

✠ লৌকিক সাহিত্যের ইতিহাস ২২২-২৫২

● কালিদাস ২২৪

● ভাস ২৪২

● ভবভূতি ২৪৮

✠ বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের ইতিহাস ২৫৩-২৬০

● আর্যভট্ট ২৫৬

● বরাহমিহির ২৫৭-২৬০

✠ নিজে করো ২৬১-২৮৭

✠ প্রস্তুতি (নমুনা প্রশ্ন) ২৮৮-২৯৬

শ্রীমতী (অবদানশতকম্)

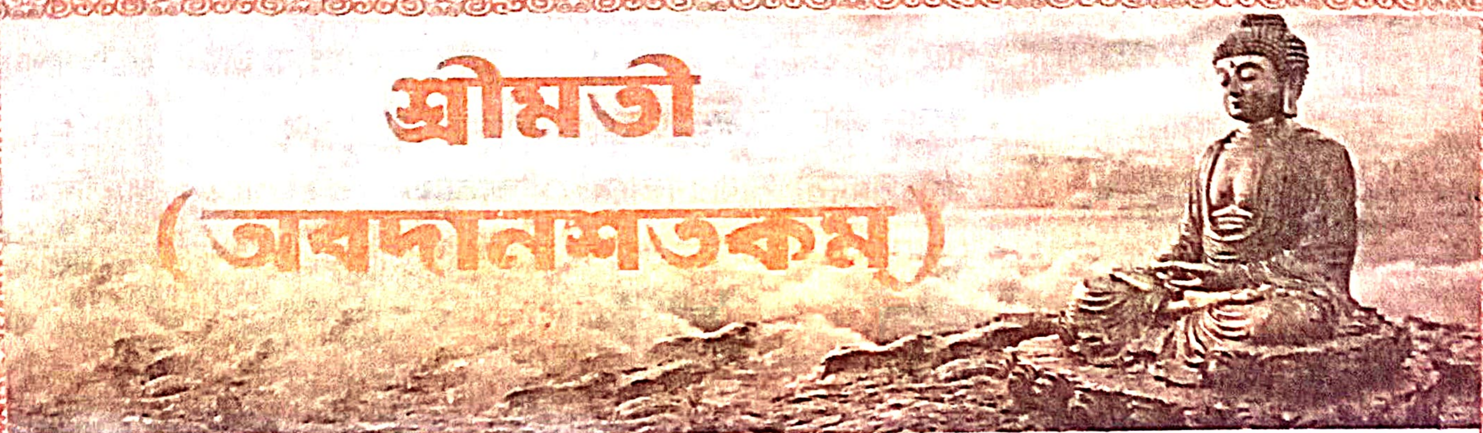

ভূমিকা

“প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছে জাগি”।।

বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যে বিপুল সাহিত্যসম্ভার প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল, তা হল জাতক ও অবদান সাহিত্য। জাতক হল বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কাহিনী। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত আর্যসূরের ‘জাতকমালা’ বা ‘বোধিসত্ত্বাবদানমালা’ জাতকের কাহিনী নিয়ে রচিত। গ্রন্থটিতে ৩৪টি কাহিনী রয়েছে। ‘অবদান’ শব্দের অর্থ ‘মহৎ কাজ’, অর্থাৎ সহজ কথায় মহৎ কীর্তির ছোটো ছোটো কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ করা আছে। অবদান সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল ‘অবদানশতক’, ‘দিব্যাবদান’ এবং ক্ষেমেন্দ্রের ‘অবদান-কল্পলতা’। এগুলির মধ্যে সংকলন গ্রন্থ ‘অবদানশতক’ সবচেয়ে প্রাচীন। সংকলকের নাম নন্দীশ্বর বলে জানা যায়। গ্রন্থটিতে ‘দীনার’ শব্দের উল্লেখ আছে। যেহেতু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে ‘দীনার’ শব্দটির উদ্ভব হয়নি, তাই মনে করা হয় যে, গ্রন্থটি তার পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত। গ্রন্থটির ৯০ ভাগ শুদ্ধ সংস্কৃত গদ্যে লিখিত। গ্রন্থে কিছু শ্লোকও আছে তবে তার সংখ্যা খুবই কম। ‘দিব্যাবদান’ গ্রন্থটি প্রায় ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রচিত হয়। আর, কাশ্মীরীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ‘অবদান-কল্পলতা’ সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থটিতে ১০৭টি ‘অবদান’ আছে এবং সেগুলি সম্পূর্ণ শ্লোকে লিখিত।

উৎসসন্ধানে

‘অবদানশতক’ হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। গ্রন্থটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এতে একশোটি ‘অবদান’ রয়েছে। এতে ১০টি বর্গ আছে, প্রত্যেক বর্গে অবদানের সংখ্যা দশ। প্রত্যেক বর্গ এক-একটি বিষয় নিয়ে লেখা। প্রথম চারটি বর্গের বিষয় হল, মানুষ কীভাবে তার কাজের মাধ্যমে বুদ্ধে বা ‘প্রত্যেক